বাংলার মানুষ উন্নয়নেই ভোট দেবে: অভিষেক

● ১ পাতার পর

২০২১-এ ৮ দফা নির্বাচন হয়েছিল। ফলাফল সকলেরই জানা। অমিত শাহর ভবিষ্যদ্বাণী তৃণমূলের পক্ষেই হয়। এবার বলেছেন ৩৫টি আসন দিন। আমরা কিন্তু ৪২টি পাব। ১২টা রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করতে পারেনি। পরিবারের সকলকে যদি ১,০০০ টাকা করে দিতে পারে, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।

পরিবারতন্ত্র: প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে লোকসভায় বিল আনুন। আমি প্রথম ভোট দেব। বিজেপিতে পরিবারতন্ত্র আছে। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে একাধিক উদাহরণ দিতে পারি। ভূতের মুখে রামনাম। পরিবারতন্ত্র বিনাশ করা দরকার। সেটা আমিও চাই।

উপমুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, তাঁকে ২০২১-এ উপমুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অভিষেক শুনে কিছুটা অবাক হন। তিনি বলেন, 'যিনি ৫ লক্ষ টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যান, তাঁকে উপমুখ্যমন্ত্রী করার অফার কে দেবে! এ সব প্রকাশ্যে বলেছেন শুভেন্দু।' অজিত পাওয়ারের ১,০০০ কোটি টাকার স্ক্যাম ছিল। গণপ্রতিরোধ সম্পর্কে অভিষেক বলেন, 'বিজেপির কাছে কোনও প্রার্থী নেই। হযবরল জোট। ২০২১-এও জোট হয়েছিল। আমরা তৃতীয় বারের জন্য সরকার করি।

দুঃখজনক ঘটনা: এর মধ্যে এতজনের মৃত্যু হল, এটা দুঃখজনক ঘটনা, মর্মান্তিক। আমরা কেউই মৃত্যু চাই না। সন্ত্রাসহীন, মৃত্যুহীন নির্বাচন চাই আমরা। এটা অবাঞ্ছিত। আমরা যদি গায়ের জোরে নির্বাচন করতাম, তাহলে কেউ আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারত না। পরবর্তী কালে ১৭ জনের মৃত্যু থেকে যাতে শূন্য হয়, সেই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব, লড়াই করব।

শান্তিপূর্ণ ভোট: আমরা এখনও বলছি, ভোট শান্তিপূর্ণ হোক। নেতাদের ভোট সুনিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের যদি খারাপ উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে আপত্তি তুলতাম। আমরা চাই অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। একা চাইলে হবে না, মিডিয়া এবং বিরোধী দলের ভূমিকা এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অজিত পাওয়ার, একনাথ শিন্ডে: আমাদের দলে অজিত পাওয়ার, একনাথ শিন্ডে নেই। গদ্দারদের আগেই তাড়িয়ে দিয়েছি।

ভাঙড়: ভাঙড়ে আমরা অশান্তি চাই না। যাঁরা টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভাঙড়ে, ক্যানিংয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৯৬ জন জিতেছেন। হাইকোর্ট রায় দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে যাক। ভাঙড়ে এই ধরনের ঘটনা না ঘটলে খুশি হতাম।

সায়নী ঘোষ: শুধু সায়নী ঘোষ বলেই নয়, আমাকে নবজোয়ারের সময় ইডিতে ডাকা হল। ৩ বছরের ছেলে-সহ স্ত্রীকেও ডাকা হল। ইডির নিরপেক্ষতা নেই। যেদিন বিজেপি নেতাদের ডাকবে, সেদিন বলব, ইডি নিরপেক্ষ। পার্থ চ্যাটার্জি যদি বিজেপিতে যেতেন, তাহলে তাঁকে জেলে থাকতে হত না।

শেষ দিনের প্রচারে কোচবিহারে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ছবি: প্রসেনজিৎ শীল

আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া মাঝেরডাবরি চা-বাগানে প্রচারে লুইস কুজুর। ছবি: অম্লানজ্যোতি ঘোষ

তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর, অভিযুক্ত সিপিএম

পার্থসারথি রায়

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই

ধূপগুড়িতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল সিপিএমের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়া এলাকায়।

তৃণমূলের বুথ সভাপতি ফজরুল হকের অভিযোগ, কিছু লোকজন সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূলের পার্টি কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়েছে। এই ধরনের কাণ্ড ঘটিয়ে সিপিএম তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে হারানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ।

উত্তেজনামূলক এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে তারা। যদিও গোটা ঘটনা অস্বীকার করেছে সিপিএম। তাদের অভিযোগ, নিজেদের মধ্যে গন্ডগোলের জেরে তৃণমূলের লোকজনই তাদের অস্থায়ী পার্টি কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়েছে। গ্রামবাসীরা বলেন, সারারাত ধরে বাইক বাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে এলাকায়। বাইকের তাণ্ডবে রাতে ঘুমোনো যাচ্ছে না। সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের প্রার্থী মোক্তার হোসেন বলেন, সিপিএম কোথাও সন্ত্রাস চালাচ্ছে না। বরং আমাদের পার্টি কার্যালয়ে ভাঙচুর করেছে তারা। তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, এই মুহূর্তে সিপিএমের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে এজন্য তারা নিজেরা সন্ত্রাস চালিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে।

ধূপগুড়িতে তৃণমূলের পার্টি কার্যালয় ভাঙচুরের পর। ছবি: প্রতিবেদক

মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে

● ১ পাতার পর

তিনি বলেন, 'লিগামেন্টে আঘাতের চিকিৎসার অংশ হিসেবে এদিন সাইনোভিয়াল ফ্লুইড বের করা হয়। অ্যানাস্থেশিয়া করে সেই প্রক্রিয়া ভালভাবে মিটেছে।' আজ, শুক্রবার এসএসকেএম থেকে চিকিৎসকরা যাবেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। নিয়মিত চিকিৎসকরা যাবেন। এর আগেও চিকিৎসকরা গিয়ে তাঁকে ফিজিওথেরাপি করিয়েছেন। ফিজিক্যাল মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ রাজেশ প্রামাণিকের তত্ত্বাবধানেই রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন দুপুরে পৌনে ২টো নাগাদ বাড়ি থেকে রওনা দেন এসএসকেএমের উদ্দেশে। উডবার্ন ওয়ার্ডে সাড়ে ১২ নম্বর কেবিনে প্রস্তুতি সেরে রেখেছিলেন চিকিৎসকরা। নীচের তলায় রয়েছে অর্থোপেডিক অপারেশন কক্ষ। সেখানেই হাঁটু থেকে ফ্লুইড বের করার প্রক্রিয়া হয়। করা হয় আর্থোস্কোপি। তার আগে ইউসিএম বিল্ডিংয়ে বোন ডেনসিটি জানতে বাঁ হাঁটুর ডেক্সা স্ক্যান করা হয়। সঙ্গে ছিলেন ডাঃ রাজেশ প্রামাণিক ও রেডিওলজির প্রধান অর্চনা সিংহ। ছিলেন অর্থোপেডিক বিভাগের চিকিৎসক, অ্যানাস্থেশিস্টরা-সহ একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। সাধারণত ২৪ ঘণ্টা হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে থাকতে হয়। পা সোজা করে রাখতে হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতেই থাকতে চেয়েছেন।

এদিন হাসপাতালে হঠাৎই একটি শিশুকণ্ঠে 'দিদি জিন্দাবাদ' শুনে ঘুরে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী। বাবার সঙ্গে হাসপাতালে এসেছিল সিফা হায়াত। ওর মায়ের চিকিৎসা চলছে। হাওড়ার বাউড়িয়ার বাসিন্দা। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত আরোগ্য কামনা করে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যান।

নরক শূন্য

● ১ পাতার পর

পাগলকে বেঁধে রাখা চেন নিজেই যদি পাগল হয়ে যায়, তাহলে আমরা কী করতে পারি?' কমিশনারকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমি আপনাকে নিয়োগ করেছি, আর আপনি আমাকে হতাশ করেছেন। আপনি কর্তব্য পালনে ফেল করেছেন। রাস্তায় যে শবদেহ পড়ে আছে তার জন্য আপনিই দায়ী। ভোটের সময়ে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা আপনারই হাতে। অবাধ ও স্বচ্ছ ভোট নিশ্চিত করার মতো সমস্ত ক্ষমতাও আপনাকেই দেওয়া হয়েছে। আপনার হাতে সমস্ত অস্ত্র দেওয়া হয়েছে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানোর জন্য। আপনার অধীনে পুলিশ, প্রশাসন, আইন। তার পরেও এত হিংসা, খুন, এত অন্ধকার!'

কমিশনার রাজীব সিনহার নাম নেননি। কিন্তু তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলেন, 'আপনার মুহূর্তের সিদ্ধান্ত ঠিক করবে, বাংলায় আলো জ্বলবে না অন্ধকার নেমে আসবে। ভাল করে বেছে নিন, কী চান। ঠিকটা বাছতে না পারলে, আরবের সমস্ত আতর ঢেলেও আপনার হাতের দুর্গন্ধ দূর হবে না, পবিত্র গঙ্গার সমস্ত জল দিয়ে ধুলেও হাতের রক্ত মুছবে না।'

বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের আঁতাতের অভিযোগ

বিজয়প্রকাশ দাস

বর্ধমান, ৬ জুলাই

রায়নার সেয়ারাবাজার হাটতলায় নির্বাচনী প্রচারে যান বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন বিদায়ী সভাধিপতি জেলা পরিষদের প্রার্থী শম্পা ধাড়া প্রমুখ। অরূপবাবু বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের আঁতাতের অভিযোগ তুলে বলেন, 'অঙ্ক কষতে হবে। হিসেব করতে হবে। বিগত পাঁচ বছর কে আপনাদের পাশে ছিল? কে আমাদের দেখভাল করেছে? তাকে তো ভোট দিতে হবে। যারা এতদিন ছিল না সেই বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসের প্রার্থীরা বাড়িতে গিয়ে বলছেন, ভোট দিন। আজকে আমরা যদি হিসেব না করি তাহলে কিন্তু যারা আপনাদের পাশে থেকে আপনাদের হয়ে কাজ করল সেই মানুষগুলোকে আপনারা আজ বঞ্চিত করবেন। ভাববেন না আপনার লড়াইটা বিজেপির বিরুদ্ধে? বা ভাববেন না আপনার লড়াইটা সিপিএমের বিরুদ্ধে? অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছে। ওয়ান ইজ টু ওয়ানের ভোট হচ্ছে। কোথাও সিপিএম বলছে, আমরা তোমাদের (বিজেপি) সব প্রার্থীকে ভোট দেব। আবার কোথাও বিজেপি বলছে, আমরা তোমাদের (সিপিএম) প্রার্থীকে ভোট দেব।' বৃহস্পতিবার তিনি এও অভিযোগ করেন, যেখানে সংখ্যালঘু অঞ্চল সেখানে বিজেপি প্রার্থী দেয়নি। কারণ, বিজেপির নাম শুনলেই মানুষ দুই থাপ্পড় মারবে। বলবে এরা সাম্প্রদায়িক দল। তার জন্যই নির্দলকে দিয়েছে।

নাম না করে অমর্ত্যকে আক্রমণ

● ১ পাতার পর

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে বলেন, জমি না ছাড়লে জোর করে দখল নেওয়া হবে। যদিও অমর্ত্য সেন আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালত স্থগিতাদেশ দেয়। যত দিন না মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে, জমিতে জোর করে কিছু করা যাবে না। এখানেই থেমে থাকেননি এ রাজ্যের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। নাম না করে বিশ্বভারতীর উপাচার্য অমর্ত্য সেনকে কখনও বলছেন 'জমিহরণকারী', কখনও বা 'জমিহাঙর'। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মন্তব্যে গর্জে ওঠে আপামর বাঙালি এবং অমর্ত্যপ্রেমী মানুষজন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং শান্তিনিকেতনে অমর্ত্য সেনের বাড়িতে ছুটে এসেছিলেন। রাজ্য সরকারের ভূমি দপ্তরের কাগজপত্র অমর্ত্য সেনের হাতে তুলে দেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'অমর্ত্য সেনের বাড়ি ভাঙতে এলে সবার আগে আমি গিয়ে দাঁড়াব। আন্দোলন গড়ে তুলব।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে বাংলার বিশিষ্টজনেরা শান্তিনিকেতনে অমর্ত্য সেনের বাড়ির সামনে প্রতিবাদে বসেন। ধর্না মঞ্চে শামিল হন বিশিষ্ট চিত্রকর শুভাপ্রসন্ন, চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ, চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী-সহ বিশিষ্টজনেরা। এরপর আবারও বিশ্বভারতীর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বেনজির আক্রমণ করা হল অমর্ত্য সেনকে।

শুভেন্দু: সাইজ করে দেব

● ১ পাতার পর

শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম নির্বাচনী এলাকার নন্দনায়কবাড় বুথের ভোটার। নোটিসে উল্লিখিত নির্দেশিকা মেনে চলতে বলা হয়েছে বিরোধী দলনেতাকে। ভোটের দিন নির্বাচনী এলাকায় অপ্রয়োজনীয় আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া ভোট দেওয়ার সময় কোনও নিরাপত্তাকর্মীকে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলেও জানানো হয়েছে নোটিসে।

আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায় দলের বৈঠকে রাজীব ব্যানার্জি। ছবি: অম্লানজ্যোতি ঘোষ

হাতির হানা

খাবারের লোভে শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে হামলা চালাল হাতি। নষ্ট করল মজুত খাদ্যদ্রব্য-সহ আসবাবপত্র। মেটেলি ব্লকের ইনডং চা-বাগানের শকুন্তলা শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের ঘটনা। বুধবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ হাতিটি ঢুকে পড়ে।

বিনিয়োগের সেরা ঠিকানা বাংলা: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

আজকালের প্রতিবেদন

বিনিয়োগের সেরা ঠিকানা বাংলা। আগামী দিনে বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হতে পারে কলকাতা। এই শহর শিল্পের দিক থেকে অনেক সম্ভাবনাময়। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি বৃহস্পতিবার বাংলায় বাণিজ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয় নিয়ে উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেছেন, যদি পারিবারিক কাজে ব্যস্ত না হয়ে পড়ি, বেঙ্গল বিজনেস গ্লোবাল সামিটে আমি অবশ্যই আসব। আমরা এই রাজ্য সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চাইছি। এদিন এরিক গারসেটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মুখ্য প্রধান উপদেষ্টা অমিত মিত্রর সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে টুইট করে তিনি জানিয়েছেন, নারীকল্যাণ, পরিবেশ, পরিকাঠামো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। এদিন তিনি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেছেন। পরে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ছিলেন কলকাতায় আমেরিকা দূতাবাসের কনসাল জেনারেল মেলিন্ডা পাভেক। স্বাগত ভাষণে পরিষ্কার বাংলায় এরিক বলেন, 'নমস্কার। সকলে ভাল আছেন?' এর পর ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় বেশ কিছু দিক উঠে আসে। এরিক জানান, কলকাতা তাঁর মন ছুঁয়ে গেছে। কলকাতা 'বিভিন্ন সংস্কৃতির এক উদ্ভাস', সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পূর্ব ভারতে কলকাতাই বাণিজ্যের সেরা ঠিকানা। ইতিমধ্যেই ওয়ালমার্ট, আমাজনের মতো সংস্থা এখানে এসেছে। বাঙালিরা আমার দেশেও বহু দশক ধরে রয়েছেন। তাঁরা কলকাতার সংস্কৃতি, বাংলা সংস্কৃতি, বিশেষত গান ইত্যাদির চর্চা করছেন। আমেরিকানরাও সেই চর্চায় সঙ্গী। আমরা চাইছি, শুধু দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা নয়, মানুষে মানুষে গভীরতর সম্পর্ক স্থাপন করতে। পরিকাঠামো সংস্কার হলে প্রতিটি দেশ ও রাজ্য নিজের কাজের মাধ্যমে নির্ভরশীল হয়ে উঠবে। অন্যের ওপর ভরসা করতে হবে না।' ভিসার বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'বহু আবেদন জমা পড়ে। সেগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্পত্তি করা গেছে। কলকাতা থেকে বহু পড়ুয়া আমেরিকায় পড়তে যান।' কলকাতা শহরকে তিনি 'ম্যাজিক্যাল সিটি' বলে উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ, অমর্ত্য সেন, সত্যজিৎ রায়ের কথা বলেন। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমাদের সম্পর্ক ভাল এবং সুদৃঢ়। আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৌভ্রাতৃত্ব নিয়ে চলতে চাই।' ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথমবার তিনি কলকাতায় এলেন। ভাষণ শেষ করেছেন বাংলায়— 'কলকাতা আমি তোমাকে ভালবাসি'। এদিন তিনি ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স-এর অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি

ফর্ম নং: আইএনসি-২৬

[কোম্পনিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪- এর রুল ৩০ অনুযায়ী]

রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা, কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে

বিষয়: কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) ক্লজ (এ)

এবং

বিষয়: **লোটাস ক্রেডিট প্রাইভেট লিমিটেড** [সিআইএন: [U65921WB1988PTC045043]

রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: **মার্শাল হাউস, কক্ষ নং ৮৪৪, এইটথ ফ্লোর ৩৩/১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১**

...পিটিশনার/আবেদনকারী কোম্পানি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, **১৯ জুন ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত **লোটাস ক্রেডিট প্রাইভেট লিমিটেড** (দি কোম্পানি)-এর বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ ধারাধীনে সঙ্গে পঠিতব্য কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস ২০১৭ অনুযায়ী **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'জাতীয় রাজধানী দিল্লি'**-তে এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে মহামান্য রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিয়ন কলকাতা কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে** কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চোদ্দো দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০২০**-এর কাছে তাঁর (স্ত্রী/পুং) স্বার্থের ধরন, এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির নিম্নলিখিত/ রেজিস্টার্ড অফিসে পেশ করতে হবে। মার্শাল হাউস, কক্ষ নং ৮৪৪, এইটথ ফ্লোর, ৩৩/১ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১।

আবেদনকারী লোটাস ক্রেডিট প্রাইভেট লিমিটেড-

এর জন্য ও তরফে

স্বা/-

আশিস সরাফ (ডিরেক্টর)

DIN: 00253104

তারিখ: ০৬.০৭.২০২৩

স্থান: কলকাতা

POONAWALLA HOUSING FINANCE
Apna Ghar, Apni Pehchan

পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

(আগে পরিচিত ছিল ম্যাগমা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড নামে)

রেজিস্টার্ড অফিস: ৬০২, সপ্তম তল, জিরো ওয়ান আইটি পার্ক, সিরিয়াল নং ৭৯/১, ঘোড়পটি, মানধওয়া রোড, পুণে-৪১১০৩৬

ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: দ্বিতীয় তল, আরিহন্ত, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১৬

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ম্যাগমা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন অনুসারে বর্তমানে নাম হয়েছে পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড ('পিএইচএফএল'), এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৪)/১৪ নং ধারাধীনে পিএইচএফএল এর অনুমোদিত আধিকারিক দখল নিয়েছেন, প্রযোজ্য সুদ, চার্জ ও মাসুল ইত্যাদি সহ পিএইচএফএল এর পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য সেগুলি এখানে নীচে উল্লিখিত শর্তানুসারে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস এর রুল নং ৮ ও ৯ অধীনে 'যেখানে যা আছে, যেভাবে আছে এবং রিকোর্স ছাড়া' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক পিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.poonawallahousing.com-তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

প্রোপোজাল নম্বর/ গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায় (যদি থাকে) {K}
লোন নম্বর HF/0012/H/ 20/100239 মহঃ শাহিদ হুসেন (ঋণগ্রহীতা), জাহান আরা (সহ-ঋণগ্রহীতা)	বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১৭.০৪.২০২৩ মোট বকেয়া: ₹২৩,১৫,৫১৭.৯০/- (তেইশ লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশো সতেরো টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র), ১৭.০৪.২০২৩ অনুযায়ী প্রদেয় + আদায়ের তারিখ পর্যন্ত ৯.৫৫% হারে সুদ	বাস্তবিক	আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি-৩ এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, চতুর্থ তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট, এতে অন্তর্ভুক্ত দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, দুটি টয়লেট, একটি ব্যালকনি, তৎসহ বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে একটি টু-হুইলার পার্কিং স্পেস, তৎসহ সামান্য কমবেশি ২৮ ডেসিমেল জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং উক্ত জমিতে নির্মিত 'এম এফ প্লাজা' নামক প্রোজেক্ট/ বিল্ডিংয়ের কমন এরিয়া, সুবিধা, আনুষঙ্গিক সুবিধা ও অন্যান্য এজমালি অধিকার ভোগদখলের সমানাধিকার, আসানসোল পুরনিগমের ১৯ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, এস পি মুখার্জি রোড, মৌজা- আসানসোল, থানা- আসানসোল, জে এল নং ৩৫, আর এস প্লট নং ৯৫১, আর এস খতিয়ান নং ৪৫৪, এল আর প্লট নং ১১৪৪, এল আর খতিয়ান নং ২৩১৯, এডিএসআর অফিস এবং সাব ডিভিশন- আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তিটি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন।	₹ ২২,৪০,০০০/- (বাইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)	₹ ২,২৪,০০০/- (দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র)	০৮.০৮.২০২৩ বিকেল ৫টার মধ্যে	₹ ১০,০০০/-	০২.০৮.২০২৩ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা)	০৯.০৮.২০২৩ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা)	শূন্য
লোন নম্বর: HM/0011/H/ 18/100334 রাকেশ কুমার পাণ্ডে (ঋণগ্রহীতা), সৌমিতা পাণ্ডে (সহ-ঋণগ্রহীতা)	বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১৭.০৪.২০২৩ মোট বকেয়া: ₹৯,২২,৮৮৯.১২/- (নয় লক্ষ বাইশ হাজার আটশো উননব্বই টাকা এবং বারো পয়সা মাত্র), ১৭.০৪.২০২৩ অনুযায়ী প্রদেয় + আদায়ের তারিখ পর্যন্ত ১৬.৫% হারে সুদ	বাস্তবিক	ফ্ল্যাট নং ৪০৫, বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৫০ বর্গফুট, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি প্রায় ৫ কাঠা ৬ ছটাক ৮ বর্গফুট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, মৌজা- ব্যারাকপুর, দাগ নং ৩২৬২, খতিয়ান নং ৫৮৩, প্রেমিসেস নং ৫৬/৩এ, রাজেন শেঠ লেন, হাওড়া- ৭১১২০১, হোল্ডিং নং ৫৬/৩/এ, থানা- বালি, জেলা- হাওড়া, হাওড়া পুরনিগমের ৬০ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন।	₹ ৯,১৮,৭৫০/- (নয় লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	₹ ৯১,৮৭৫/- (একানব্বই হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র)	০৯.০৮.২০২৩ বিকেল ৫টার মধ্যে	₹ ১০,০০০/-	০৩.০৮.২০২৩ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা)	১০.০৮.২০২৩ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা)	শূন্য

ক্রয় ও বিক্রয় সম্পর্কিত বিশদ তথ্য ও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে যোগাযোগ: মিঃ শাদাব আখতার: +৯১ ৯৯১০৪৫৩৪৩৪

নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে পিএইচএফএল ব্রাঞ্চে এসে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত চার্জ, দায়ভার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর নির্ধারিত সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল/জল কর ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই প্রদান করতে হবে।

যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সম্পর্কিত পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে এবং ই-বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লগইন